ক্যাম্পের কথা

তারিখ ... 2 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষক চাকরিচ্যুত, লাঞ্ছিত উত্তপ্ত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আইন বিভাগের একজন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত ও লাঞ্ছিত করার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার অবরুদ্ধ ছিলেন। ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গতকাল দুপুর ১২টায় দেখা যায়, ভবন-১ এবং ভবন-২ এর সামনের গেট অবরুদ্ধ করে রেখেছে শিক্ষার্থীরা। ভবন-১ এর সামনে প্রায় কয়েক শ শিক্ষার্থীর মধ্যে বসে আছেন আইন বিভাগের শিক্ষক ফারহান উদ্দিন আহমেদ। তাঁকেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা, 'ফারহান স্যারের পুনর্বহাল চাই', 'রেজিস্ট্রারকে বরখাস্ত করতে হবে'সহ নানা স্লোগান।

শিক্ষার্থীরা জানায়, তারা গত রবিবার থেকে আন্দোলন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করছে। শিক্ষার্থীদের তিন দাবি হচ্ছে লাঞ্ছিত শিক্ষকের পুনর্বহাল, লাঞ্ছিতকারী ও অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বরখাস্ত এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের হয়রানি না করা।

শিক্ষক ফারহান উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত রবিবার দুপুরে রেজিস্ট্রার অফিস থেকে আমাকে ফোন করে মানবসম্পদ বিভাগে যেতে বলা হয়। আমি সহকারী রেজিস্ট্রার মাহি উদ্দিন ও জাভেদ রাসেলের সঙ্গে মানবসম্পদ বিভাগে যাই। সেখানে মানবসম্পদ বিভাগের এক কর্মকর্তা আমাকে একটি চেক এবং কিছু নথি দেওয়ার চেষ্টা করেন, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার একটি পত্র ছিল। তবে আমি নথিগুলো গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাই।'

ফারহান উদ্দিন আরো বলেন, 'ওই সময়ই রেজিস্ট্রার মাহমুদ শাহল আফজাল রুমে প্রবেশ করে জোর করে আমার আইডি

৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি মাহি উদ্দিন ও জাভেদ রাসেলকে আমার হাত ধরে রাখতে বলেন এবং জোর করে আমার আইডি নিতে চান। এ সময় আমার পাঞ্জাবি ছিঁড়ে যায়, আমি আহত হই। আমি এই অন্যায়ের প্রতিবাদেই শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করছি। শিক্ষার্থীরা নিজ আগ্রহেই এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে।'

তবে এ ব্যাপারে জানতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানায়। কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একজন প্রতিনিধি, একজন অ্যালামনাই সদস্য এবং তিনজন শিক্ষককে রাখা হয়েছে। শিক্ষকরা হলেন অধ্যাপক এ এফ এম ইউসুফ হায়দার, অধ্যাপক আদনান মোর্শেদ ও অধ্যাপক মালবিকা সরকার। কমিটি সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে।

ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, ফারহান উদ্দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন এবং তিনি অ্যালামনাই সদস্য। বর্তমানে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে দারুণ জনপ্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দাবি করলেও সেখানে সব লেকচারারের নিয়োগ একইভাবে হয়।

দুপুর পৌনে ১টার দিকে রেজিস্ট্রার শাহল আফজাল বের হয়েছেন—এমন তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারা ১ ও ২ নম্বর ভবনের সামনে থেকে দৌড়ে যায় রেজিস্ট্রার ভবনে। রেজিস্ট্রার ভবনের এক কর্মকর্তাকে ঘিরে ধরে তারা। শিক্ষক ফারহান উদ্দিন সেখানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনেন। শিক্ষার্থীরা ঘোষণা করেছে, আজকের মধ্যে দাবি আদায় না হলে ভিসিকে তারা ভবন থেকে বের হতে দেবে না। এরপর তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ ও ২ নম্বর ভবন থেকে বের হওয়ার বিভিন্ন পথে অবস্থান নেয়।